ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৩৬ ● কলকাতা ● ০৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২১ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের অনাহারে মারার ও এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ন্যায় বিচার পাওয়া তো দূরের কথা, অভিযোগ করার কোন জায়গা নেই। পুলিশ প্রশাসন সর্বদাই শাসক দলের নেতাকর্মীর আঙ্গুর হেলানিতেই চলছে। কে সাংবাদিক কে বা কাগজের সম্পাদক তার পরিবারের কি হচ্ছে না হচ্ছে সেসব কিছু যায় আসে না প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের। শুধু সাংবাদিক নয় তার লেখা নটি বই বাজারে ভিন্নভাবে স্থান পেয়েছে। এখানেই শেষ নয়,তিনি দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের অধীনে আঠারবাকি অঞ্চলে হেদিয়া গ্রামসভায় তিনি জন্মান ,এখানে বড় হয়েছে আজও সেই গ্রামেই থাকেন। ছোট থেকে তিনি অন্যায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নিজের জীবনের সত্যের পথে প্রতীক করেছেন। পড়াশোনা শিখে তিনি সংবাদ মধ্যমের কাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন ২০০৪ সাল থেকেই। তার পরিচালনায় বহু শর্ট ফিল্মও রয়েছে। তিনি একটা সময় চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজও তাকে চলচ্চিত্র জগতের ছোটখাটো ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে তিনি দৈনিক সারাদিন নামে একটি কাগজের সম্পাদক। তাঁর কলমে সত্য খবর প্রকাশ পাওয়ার পরেই তার জীবনে তার পরিবারের উপরে ক্রমাগত আক্রমণ ও অত্যাচার অবিচার শারীরিক মানসিকভাবে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল বামফ্রন্ট থাকাকালীন। ক্রমাগত সেটা যেন বেড়েই চলেছে তবে প্রশাসনের

এরপর ৩ পাতায়

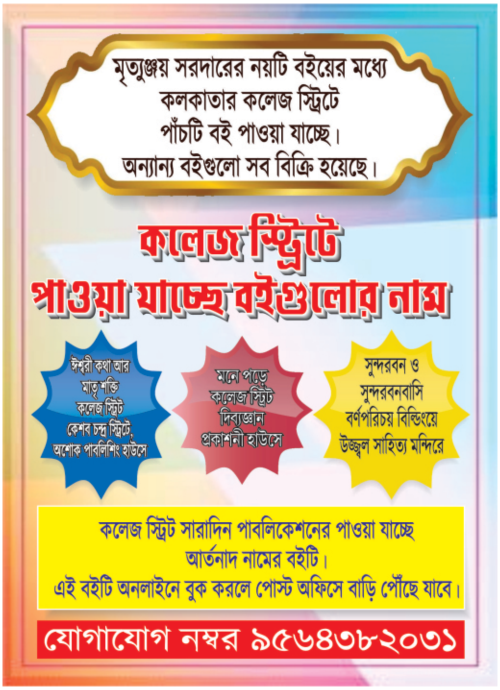

জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ থেকে দীঘা পর্যন্ত ছটি বাস ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মঙ্গলবার তাঁর সরকারি পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত সভা ছিল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে। সেখান থেকেই একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন তিনি। যার মধ্যে রয়েছে- মাল ব্লকে ১৬২টি এবং নাগরাকাটা ব্লকে ২৮৫টি চা সুন্দরী ঘর নির্মাণ প্রকল্প। যার জন্য ব্যয় হবে ৩১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। রাজগঞ্জ ব্লকে সাহুডাঙি থেকে বেলাকোবা পর্যন্ত ২৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা। মালবাজার ব্লকে গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ক্রান্তি ওদলাবাড়ি সংযোগকারী বাগানবাড়ি মোড় রাস্তা নির্মাণ। যার জন্য খরচ হবে ১৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। ১০ কোটি টাকার বিনিময়ে বেরুবাড়ি গ্যাস ইন্সুলেটেড সাব স্টেশন।জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৫০টি ওয়াটার ভেন্ডিং কিয়স্ক নির্মাণ। তার জন্য খরচ হবে সাড়ে ৪ কোটি টাকা। ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকায় মিনগ্লাস চা-বাগানে নলবাহিত পানীয় জল প্রকল্প। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে আলুর উৎকর্ষ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ। রাজগঞ্জ ব্লকে তালমা নদীর উপর সংযোগ সড়ক এবং সুরক্ষা কাজ-সহ জয়েস্ট সেতু নির্মাণে বরাদ্দ ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। এছাড়া, আরও অনেকগুলি রাস্তা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কমিউনিটি হল, ইকো পার্ক, সৌরচালিত পথবাতি, সৌরচালিত পানীয় জল, পানীয় জলের জন্য নলকূপ, দোকানঘর, মাদ্রাসা লাইব্রেরি, মিড-ডে মিলের জন্য ডায়নিং হল, বিভিন্ন স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ অন্যান্য প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি। এমনকি ৬-টি ভলভো বাস উদ্বোধন করেন। দীঘা জগন্নাথ মন্দির অধিক যাওয়ার জন্য।

অপারেশন সিদুঁর ভারতীয় সেনা কে শুভেচ্ছা জানালেন বাংলার হৃদয়ে মমতা সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিটি রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা :- গত ২২- মে কাশ্মীরের পাহেল গাঁয়ে নিরীহ ২৬ জন পর্যটককে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন গুলি করে হত্যা করে তার পাল্টা জবাব দেন ভারতীয় সেনা। শুরু হয় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ সিদুর সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন অন্যতম মহিলা কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং। সেই যুদ্ধে জয় পায় ভারতীয় সেনাবাহিনী।সংবাদ মাধ্যমের সামনে বাংলার হৃদয়ে মমতা সোশ্যাল মিডিয়া রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার রাজ্য কনভেনর অভিষেক গুপ্তা যানান দুই মহিলা কর্ণেল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী কে শহস্র কুর্ণীশ ও সম্মান জানানো হয় এবং শহীদ বীর জওয়ান সহ নীরিহ শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়,ও তাদের আত্তার শান্তি কামনা করা হয় ।সকলকে একই সঙ্গে দেশ মাতৃকাকে রক্ষা করার আহ্বান জানান।

ভাবতা আল ইকরা মিশনের গর্ব, প্রাক্তন ছাত্র হাসিন নেহাল

বাসিরুল হক

গত ১৩ই মে প্রকাশিত হয়েছে ২০২৫ সালের সিবিএস ই বোর্ডের অধীনস্থ দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল। এ বছর পাশের হার ৯৩.৬৬ শতাংশ। যা গত বছরের থেকে কিছুটা বেশি। বরাবরের মতই এবারও ভালো ফলাফল করেছে বহরমপুরের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল। ঐ স্কুলেরই কৃতি ছাত্র বেলডাঙ্গা থানার ভাবতা গ্রামের জমিদার হাজি বাড়ির ছেলে হাসিন নেহাল। পিতা মাহফুজুল আলম (জুয়েল)। বহরমপুর মাউন্ট লিটেরা জী স্কুল থেকে হাসিন নেহাল এবছর সিবিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৫.৮ শতাংশ নাম্বার পেয়ে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। হাসিন নেহালের স্কুলের মধ্যে র‍্যাংক তৃতীয় এবং জেলায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই খুশি তার বিদ্যালয়, অভিভাবক থেকে গ্রামবাসী সকলেই। হাসিন নেহাল ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চায় । হাসিন নেহাল খুব কম সময় নিয়েই পড়াশোনা করত বলে জানান। পড়াশোনার ফাকে নেহাল ক্রিকেট এবং ফুটবল দেখতে বেশি পছন্দ করেন। হাসিন নেহাল তার এই সাফল্যের জন্য তার স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশাপাশি গৃহ শিক্ষকদেরও কৃতিত্ব আছে বলে জানান । হাসিন নেহাল আরও বলেন আমার প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম ভিত হলো ভাবতা আল ইকরা মিশন যেখানে কড়া নিয়মশৃঙ্খলায় ছেলেমেয়েদের তেরি করা হয়, আমিও তাদের মধ্যে একজন। আজ আমি গর্বিত ভাবতা আল ইকরা মিশনে ছাত্র হয়ে। কারণ ভাবতা আল ইকরা মিশন থেকে ক্লাস ফোর পাশ করে ছেলে মেয়েরা আজ বিভিন্ন জায়গায় ভালো ভালো স্কুলে পড়াশোনা করছে।

(১ম পাতার পর)

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের অনাহারে মারার ও এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত

ভূমিকা সর্বদাই নীরব রয়েছে, হাজার প্রমাণ থাকার পরেও প্রশাসন কোনোভাবেই এই পরিবারটাকেই কোন কিছু ন্যায় বিচার পাচ্ছে না, উল্টে প্রাণে মারার পরিকল্পনায় দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এখানেই শেষ নয় অনাহারে মারার পরিকল্পনা দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরেই চলেছে। সবকিছু শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের আঙ্গুল হেলানিতেই হচ্ছে। সমস্ত ঘটনা একাধিক ভাবে জানিয়েছে প্রশাসনকে,পুলিশ প্রশাসন তদন্ত তো দূরের কথা মনগড়া রিপোর্ট জমা দিচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টে। সত্যি কথা তুলে ধরছো না। হাইকোর্টের রায় থাকার পরেও প্রশাসন নিরাপত্তা দিতেও রাজি নয় । প্রমাণ যদি উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়, সেটি উল্লেখযোগ্য রয়েছে ২০০৭ সালে জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে আইনে লোকায়ুতে জানিয়েছিলেন লেখক, সাংবাদিক ও সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় বাবু, সেই সময় সিআইডি তদন্ত হয়ে নিরাপত্তা দিতে বলেছিল, তবে নিরাপত্তা তো দেওয়া দূরের কথা আজও তাকে তিলে তিলে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে। তার বাড়িতে বোম মেরে উড়িয়ে দেওয়ার মতন পরিকল্পনা হয়েছিল ২০১৬ সালে ভোট গণনার পরের দিনে। তার উপরে গুলি চালানো হয়েছিল বাড়ির পিছনে বোমা মারা হয়েছিল, সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানিয়েছিল কিন্তু কোন সূরা মেলেনি। বাড়িঘর জমি জায়গা সবই দখল নেয়া হয়েছিল লুটপাটের করেছিল। ২০১০ সালের বামফ্রন্টের সময় তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল বাসন্তী থানা এরিয়াতে। এখানে শেষ নয় একাধিকবার বাড়ির মধ্যে এসে রাতের অন্ধকারে খুন করার চেষ্টা চালিয়েছে ২০১০ সাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত। এখানে শেষ নয় প্রতি বছর তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয় পরিবারটা যাতে অনাহারে মারা যায় সেই চেষ্টা আজও চলছে, এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিবছর দু থেকে তিনবার মাছ চাষের ভেরি, পুকুর, সর্বোচ্চ মাছ চাষের জায়গায় বিষ বা কীটনাশক দিয়ে সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়। গতকাল রাতে পুনরায় সেই ঘটনা পুনরাবৃত্তি হয়েছে হাইকোর্ট থাকার সত্বেও। বলে রাখাই ভালো সম্পাদক পরিবারের ছোট থেকে মাছ চাষ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে, সেখানে বরাবরই কুড়ি বছর ধরে আঘাত হানছে। এখানে শেষ নয়, রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় থাকা মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। তবে রাখে হরি মারে কে ,তাকে বারবার ভগবান মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এই পরিবারের সম্পদ বছরের পর বছর ভিন্নভাবে লুট করছে, জীবনতলা থানার পুলিশ সব কিছু জানে ও বোঝে পারে। তবে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে সঠিক কোন পদক্ষেপ আজও নেইনি, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার চাপে পড়ে। তবে এ নিয়ে উচ্চ আদালতে দারস্ত হয়েছে সম্পাদক নিজে, হাইকোর্টের রায় থাকার সত্বেও গতকাল রাতে পুনরায় সম্পাদকের পুরাতন বাড়িতে মাছ চাষের ভেরীতে বিষ দিয়ে সমস্ত মাছ নষ্ট করা হয়। এইভাবে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছে দীর্ঘ কুড়ি বছর এই পরিবার। শুধু কাগজের সম্পাদক সাংবাদিক ও লেখার কারণে আজ এই পরিণতি। রাস্তাঘাটে সম্পাদকের পরিবারের কোনো সদস্য বের হলে হুমকি হেনস্তা শারীরিকভাবে আক্রমণ হতে হচ্ছে ভিন্নভাবে। সম্পাদকের বাচ্চা মেয়েটিও স্কুলে যাওয়ার সময় তাকে হেনস্তায় শিকার হতে হচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ও তার দলের লোকেরাই সর্বদাই সৎ সাহসী ও নির্ভীক সাংবাদিক সম্পাদক এবং লেখকের মুখ বন্ধ করতে এই অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার জানিয়েছে উচ্চ আদালতের উপরে আমার ভরসা রয়েছে, ন্যায়বিচার আমি পাব। তিনি যতদিন বাঁচবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সারা জীবন কলম ধরবে,সে হুমকি বা থ্রেট যতই দিক তাকে, যতই ভাবে অনাহারে পরিবারকে মারতে চাইলেও সত্য কথা লিখতে তিনি এক পা পিছু ঘটবে না। সত্যের জন্য তিনি সারা জীবন এইভাবে কলম ধরবে। তিনি এ ও বলেন যে আমি দেখতে চাই আইনের জোর বেশি, না দুষ্কৃতীরা জোট-জুলুমের রাজত্ব জোর বেশি । তিনি ইও দেখতে চান দুষ্কৃতিদের দিয়ে জোর জুলুম করে কত দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় রাজত্ব চালাতে পারে। আর কতজন সম্পাদককে এইভাবে অনাহারে মারা ওখুনের পরিকল্পনা করতে থাকে। তবে বাংলার মানুষ আর মুখ বুজে সহ্য করছে না ,দিনের প্রকাশ্যে আলোতেই বোঝা যাচ্ছে প্রতিবাদের সুর বাংলা জুড়ে। সমস্ত মানুষ একদিন ন্যায় বিচার পাবে তার অপেক্ষায় রয়েছে সম্পাদক ও সাংবাদিক পরিবার । তারা ভগবানের উপরে ভরসা রেখেই জীবন যাপন করছে দীর্ঘ কুড়ি বছর। তাই জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে হার মানতে রাজি নয় তার পরিবার।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় বিশ্বমানের রূপ পেল পানাগড় স্টেশন

কলকাতা, ২০ মে, ২০২৫

পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পানাগড় স্টেশন, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় ব্যতিক্রমী রূপান্তরের পর এক বিশ্বমানের স্টেশনে পরিণত হয়েছে। সার্বিক রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে নেওয়া এই দূরদর্শী উদ্যোগে পানাগড়ে যাত্রী সেবার মান নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

যাত্রী-কেন্দ্রিক পরিকাঠামো থেকে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ—পশ্চিমবঙ্গের পানাগড় স্টেশনকে আধুনিক রূপে গড়ে তোলা হয়েছে যাত্রীদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে, ভারতীয় রেলের গৌরবময় ঐতিহ্য বজায় রেখে।

উন্নয়নের আওতায় আধুনিক প্ল্যাটফর্ম, বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী আলো, উন্নত টিকিট কাটার ব্যবস্থা, সম্প্রসারিত অপেক্ষাকক্ষ, ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই রূপান্তর কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বমানের রেল সংযোগ গড়ার প্রতিশ্রুতির পালনের দিশা, যা কোটি কোটি ভারতবাসীর এক দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে সাকার করেছে।

এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে পানাগড় স্টেশনে যাত্রীসেবা যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি উপকৃত হয়েছে আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ।

পানাগড় স্টেশনের সামগ্রিক পুনর্গঠনের আওতায় রয়েছে একাধিক আধুনিক সুবিধা:

* নতুন স্টেশন ভবন: দ্বিতীয় প্রবেশপথে নির্মিত আধুনিক ভবনে রয়েছে টিকিট কাউন্টার, প্রশস্ত অপেক্ষাকক্ষ ও শৌচাগার, প্রতিবন্ধী যাত্রীদের উপযোগী সুবিধাসহ।

* বর্ধিত প্রবেশাধিকার: দুটি লিফট ও র‍্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের চলাচল আরও সহজ হয়েছে।

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

প্রাথমিকে ৩২ হাজার নিয়োগে 'দুর্নীতি' মানতে নারাজ পর্ষদ

রাথমিকে ৩২ হাজার শিক্ষক নিয়োগে মামলার শুনানিতে জোরালো সওয়াল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের। নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে তা মানতে নারাজ পর্ষদ। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে পর্ষদের সওয়াল, নিয়ম না মানলেই সেটা 'দুর্নীতি' নয়। পাশাপাশি পর্ষদের আইনজীবী দাবি করেন, তথাকথিত দুর্নীতির প্রমাণ কোথায়।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে টেট পরীক্ষা নেয় রাজ্য। প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। তাঁদের মধ্যে ৪২ হাজার ৯৪৯ জনকে নিয়োগপত্র দেয় পর্ষদ। কিন্তু একাধিক বেনিময়ের অভিযোগ তুলে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। সেই মামলায় হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ২০২৩ সালের ১৬ মে প্রশিক্ষণহীন ৩২ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করে তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দেন। সেই রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। যদিও শীর্ষ আদালত এই মামলা রাজ্যের উচ্চ আদালতেই ফেরত পাঠায়। চলতি বছরের ৭ এপ্রিল বিচারপতি সৌমেন সেন এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোয় মামলা স্থগিত হয়ে যায়। আজ মঙ্গলবার তা শুনানি হয়। সেখানে জোরালো সওয়াল করল পর্ষদ।যদি দুর্নীতি বলা হয় তাহলে তা প্রমাণ করতে হবে। পর্ষদের হয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে আরও জানিয়েছেন, ক্ষমতার অপব্যবহার 'দুর্নীতি'-র সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

মঙ্গলবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি ৩২ হাজার শিক্ষক বাতিলের মামলাটি ওঠে ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানেই প্রথমে সওয়াল করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। তিনি বলেন, বারবার দুর্নীতি বললেই সেটা যে দুর্নীতি তা প্রমাণিত হয় না। দুর্নীতি বললে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে হবে। যদি দুর্নীতিতে আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে, সেই লেনদেন প্রমাণ করতে হবে। সঙ্গে কোনও পরীক্ষার্থীকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়া হয়েছে সেটিও আদালতে প্রমাণ করতে হবে বলে জোরালো সওয়াল করেন এজি কিশোর দত্ত। তিনি আদালতে আরও জানান, নিয়ম না মানলেই সেটা 'দুর্নীতি' নয়। ক্ষমতার অপব্যবহার 'দুর্নীতি'র সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেত্রিশতম পর্ব)

পূজা ও তাঁর নাম-গুণাগুণ-কীর্তনে বিমুখ, যারা শয়নের পূর্বে পা ধোয় না, নগ্ন হয়ে শয়ন করে, বেশী ঘুমায় অথবা প্রভাতে, সায়াহ্নে বা দিনে নিদ্রা যায়, যাদের দাঁত অসংস্কৃত, পরিধেয় বস্ত্র মলিন এবং হাত বিকৃত তাদের গৃহে আমি কখনো গমন করি না। আমি সে গৃহেই বাস করি, যে সকল গৃহে সাদা কবুতর রয়েছে, যেখানে গৃহিনী উজ্জ্বল ও সুশ্রী, যেখানে কলহ নাই, ধানের বর্ণ স্বর্ণের মত, চাল রূপার মত এবং অন্ন-তুষহীন। যে গৃহস্থ পরিজনের মধ্যে ধন ও ভোগ্যবস্তু সমান ভাগ করে ভোগ করেন, যিনি মিষ্টভাষী বৃদ্ধগণকে সেবা করেন,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(3 পাতার পর)

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় বিশ্বমানের রূপ পেল পানাগড় স্টেশন

* প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন: প্ল্যাটফর্মে নতুন শেড নির্মাণ করে যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

* পারিপার্শ্বিক এলাকার উন্নয়ন: যাত্রী ও যানবাহনের চলাচলে গতি আনতে পরিকাঠামো রূপান্তর হয়েছে।

* সবুজায়ন: গাছ পোঁতা ও ল্যান্ডস্কেপিংয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

* আধুনিক সুযোগ-সুবিধা: বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী আলো, উন্নত টিকিট কাটার ব্যবস্থা ও উন্নত শৌচাগারের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও যাত্রীসুবিধা জোরদার করা হয়েছে।

* নিরাপত্তা বৃদ্ধি: কৌশলগতভাবে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরা স্টেশন ও যাত্রীদের নিরাপত্তা ২৪ ঘণ্টা নিশ্চিত করছে।

* তথ্য প্রদর্শন ব্যবস্থা: মাল্টিলাইন ডিসপ্লে বোর্ড, ট্রেন তথ্য বোর্ড এবং কোচ ইনফরমেশন বোর্ডের সাহায্যে যাত্রীদের তাৎক্ষণিক আপডেট দেওয়া হচ্ছে।

পানাগড় স্টেশনের এই রূপান্তর শুধু দৈনন্দিন যাত্রীদের জন্য নয়, আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের নিকটবর্তীতা এবং ভারতীয় সেনার মাউন্টেন স্ট্রাইক কোর-এর মূল কেন্দ্র হিসেবে এর কৌশলগত গুরুত্বের কারণেও। এই আধুনিকীকরণ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সংযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বর্তমান মন্দির ভবনটি অহোম রাজাদের রাজত্বকালে নির্মিত। তার মধ্যে প্রাচীন কোচ স্থাপত্যটি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ১৫৬৫ সাল নাগাদ কোচ রাজা চিলরায় মধ্যযুগীয় মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী অনুসারে মন্দিরটি পুনরায় নির্মাণ করে দেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ব্রাজিলে ব্রিকস দেশগুলির শক্তিমন্ত্রীদের বৈঠকে অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার পক্ষে সওয়ালে মুখ্য ভূমিকায় ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় ১৯ মে ২০২৫ ব্রিকস শক্তিমন্ত্রীদের বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ এবং আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল।

জ্বালানি সংক্রান্ত নিরাপত্তার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি অর্থনৈতিক সুস্থিতি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্বালানি ব্যবস্থাপনার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন।

বৈঠকের থিম ছিল – 'আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ধারাবাহিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে দক্ষিণী বিশ্বের দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা'। এক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকার উল্লেখ করেন তিনি।

শ্রী মনোহর লাল বলেন, ভারতে বিগত দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ৯০ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৫-এ ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ৪৭৫ গিগাওয়াট। ২০৩২ নাগাদ তা ৯০০ গিগাওয়াটে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ভারত তৃতীয়। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে জাতীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভারতে কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। ২০% ইথানল মিশ্রণের উদ্যোগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ। এছাড়াও স্মার্ট গ্রিড এবং গ্রীন এনার্জি করিডোর গড়ে তুলে এই কাজে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত। ২০৪৭ সাল নাগদ পারমাণবিক উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ১০০ গিগাওয়াটে নিয়ে যেতে উদ্যোগী ভারত সরকার।

পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্ব জৈব জ্বালানি জোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে ভারতের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

শ্রী মনোহর লাল বলেন, বিশ্বে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জীবাশ্ম জ্বালানি মোট জ্বালানির চাহিদা মেটানোয় এখনও অবশ্যই বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সব দেশে পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রসারে উন্নত দেশগুলির তরফ থেকে প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সহায়তা বিশেষ ভাবে জরুরী। ২০২৬-এ ব্রিকস শক্তিমন্ত্রীদের বৈঠক হবে ভারতে। তাতে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রী মনোহর লাল সংশ্লিষ্ট দেশগুলির প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ব্রাজিলের বৈঠকে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারকে আরও উন্মুক্ত ও দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে পারস্পরিক অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে জ্বালানি বাণিজ্যে স্থানীয় মুদ্রার ব্যবহারের ওপর।

দেশজুড়ে ফের করোনা আতঙ্ক! মুম্বইয়ে দুই মৃত্যু, কেরলে সংক্রমণ শীর্ষে

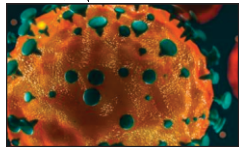

বেবি চক্রবর্তী : দিল্লী

ভারতে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে করোনা ভাইরাস। নতুন ভ্যারিয়েন্ট JN.1 এর দাপটে সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। মুম্বইয়ে দু'জনের মৃত্যু এবং কেরলে নতুন সংক্রমণের উল্কাগতিতে উদ্বেগ বাড়ছে স্বাস্থ্য মহলে।

বৃহন্মুম্বই পৌরসংস্থা (B M C) জানিয়েছে, মুম্বইয়ের কেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা আক্রান্ত দু'জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। যদিও চিকিৎসকদের দাবি, দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে কো-মর্বিডিটি অর্থাৎ অন্য শারীরিক জটিলতার কারণে। তবে সতর্কতা অবলম্বনের বার্তা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

দেশজুড়ে সংক্রমণ পেরোল ২৫০, কোথায় কতজন আক্রান্ত?

স্বাস্থ্য দপ্তরের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট অ্যাকটিভ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫৭। সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ধরা পড়েছে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলে, যেখানে নতুন করে ৬৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

বাকিদের মধ্যে—
মহারাষ্ট্রে আক্রান্ত ৪৪
তামিলনাড়ুতে ৩৪
কর্ণাটকে ৮
গুজরাটে ৬
দিল্লিতে ৩
হরিয়ানা, রাজস্থান ও সিকিমে ১ জন করে সংক্রমিত

বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে ভাইরাল সংক্রমণের প্রবণতা এমনিতেই বাড়ে। তার মধ্যে করোনা ভাইরাসের নতুন রূপ ফের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পরামর্শ:
অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন
জনবহুল স্থানে মাস্ক ব্যবহার করুন
সর্দি-জ্বর হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
বয়স্ক ও কো-মর্বিডিটি আক্রান্তদের বিশেষ সাবধানতা

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা একটাই— সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফামেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	10 জীবন জ্যোতি ফামেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফামেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফামেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফামেসী	17 ইউনিক ফামেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফামেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফামেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফামেসী	28 সৌভিক ফামেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফামেসী

(৩ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন-সহ ১০৩টি 'অমৃত ভারত স্টেশন' উদ্বোধন করববেন আগামী বৃহস্পতিবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২২ মে, ২০২৫-এ (বৃহস্পতিবার) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন (পুরুলিয়া)- সহ ১০৩টি অমৃত ভারত স্টেশনের উদ্বোধন করবেন। একই দিনে পশ্চিমবঙ্গের পানাগড় এবং কল্যাণী ঘোষপাড়া রেলস্টেশনও প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের মোট ১০০টি স্টেশনকে নতুন রূপ দেওয়ার কাজ চলছে।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে রেলস্টেশনগুলির পুনর্গঠন এই অঞ্চলের রেল পরিকাঠামোকে আধুনিক করে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যাত্রী সুবিধা ও প্রবেশযোগ্যতা বাড়ানো এবং টেকসই নকশার ব্যবস্থা করায় এই উন্নয়ন শুধুমাত্র যাত্রার অভিজ্ঞতাই উন্নত করবে না, এই অঞ্চলের অর্থনীতিতেও যথেষ্ট অবদান রাখবে।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার আদ্রা ডিভিশনের জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন যাত্রী ও মালবাহী পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই স্টেশনের পুনর্গঠন অভূতপূর্ব সময়ে সম্পন্ন হয়েছে, যাতে যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা প্রদান করা যায়।

জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার যেমন লিফট, সৌন্দর্যায়নের প্রয়োজনে মধুবনী চিত্র স্টেশনের হলঘরে, বিশ্রামাগার, ডরমিটরি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির অপেক্ষাকক্ষ, টাইল-ব্যবহারে প্ল্যাটফর্ম মেঝের উন্নয়ন, ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প, পানীয় জলের বুথ ও শৌচাগার, মোরামসযুক্ত গাড়ি রাখার জায়গা, প্রতিবন্ধীদের জন্য বুকিং কাউন্টার, স্টেশন ও আশপাশের এলাকার উন্নয়ন, মূল প্রবেশপথে রাস্তা সংস্কার এবং গাড়ি রাখার এলাকায় রাস্তা প্রশস্ত করার কাজও সম্পন্ন হয়েছে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নের এই কাজগুলি প্রদর্শনের জন্য জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনে একটি মিডিয়া ট্যুরেরও আয়োজন করা হয় সম্প্রতি। ছাপা ও বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম, রেলপ্রেমী ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবশালীরা নতুন স্টেশনটি পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের স্টেশনের বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়।

অপারেশন সিন্দুর প্রতিনিধি দলে তৃণমূলের মুখ হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী বার্তা ছড়িয়ে দিতে কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে গঠিত সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে শেষপর্যন্ত মনোনীত হলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাতুষ্পুত্র ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সিদ্ধান্ত এল কেন্দ্র ও তৃণমূলের মধ্যে কয়েকদিন ধরে চলা টানাপোড়েনের পরে। পূর্বে কেন্দ্র সরকার সরাসরি বহরমপুরের নবনির্বাচিত সাংসদ এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেছিল, যা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে দল। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, "আমাদের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা হয়নি।"

তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু মঙ্গলবার ফোনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে তৃণমূলের তরফে একজন প্রতিনিধির নাম চেয়ে অনুরোধ করেন। তার পরেই ইউসুফ পাঠানকে সরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মনোনীত করে দল।

তৃণমূল এক বিবৃতিতে জানায়, "বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলার অবস্থান পরিষ্কার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি দলের এই অবস্থানকে জোরালো করবে এবং ভারতের কণ্ঠস্বরকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলবে।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের 'দ্বিতীয়-ব্যক্তি' হিসেবে অভিষেকের অন্তর্ভুক্তি শুধু প্রতীকী নয়, কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি ভবিষ্যতের নেতৃত্বে তার ভূমিকা আরও পোক্ত করতে পারে বলেও অভিমত বিশ্লেষকদের।

তবে শুধু তৃণমূল নয়, এই প্রতিনিধি দল গঠনে অসন্তোষ জানিয়েছে কংগ্রেসও। কংগ্রেস দাবি করেছে, তারা লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে চারজন প্রতিনিধির নাম দিলেও কেন্দ্রীয় তালিকায় জায়গা পাননি গৌরব গগৈ, সৈয়দ নাসির হুসেন এবং রাজা ব্রার। তাদের জায়গায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে শশী থারুর, মণীশ তিওয়ারি, সলমন খুরশিদ ও অমর সিংকে, যাদের নাম কংগ্রেস পাঠায়নি।

যদিও বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কংগ্রেস এই প্রতিনিধি দলে তাদের নেতাদের অংশগ্রহণে ছাড়পত্র দেয়, তবে একইসঙ্গে অভিযোগ করে—"এটি সরকারের চূড়ান্ত অসংবেদনশীলতা এবং রাজনৈতিক কৌশলের নিদর্শন।"

প্রসঙ্গত, এই ধরনের পূর্ব অভিজ্ঞতা তৃণমূলের আছে বলেও দলীয় নেতারা স্মরণ করিয়ে দেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে, তার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মন্ত্রিত্ব নিতে যাচ্ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তৎকালীন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে সেই সিদ্ধান্ত বদলে যায়।

এই ঘটনা প্রমাণ করে, দলীয় শৃঙ্খলা ও সম্মান বজায় রাখতে তৃণমূল কখনও আপস করে না—even when it comes to matters of national interest. তবে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে দল সরকারের পাশে থাকার কথা আবারও স্পষ্ট করেছে।

প্রতিনিধি দলের নাম চূড়ান্ত হলেও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের বার্তা কতটা ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছবে, যখন দেশের মধ্যেই এই বার্তা পাঠানো নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন এত প্রকট।

সিনেমার খবর

চিলিতে হবে 'পাঠান ২'-এর শুটিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিশাল সাফল্যের পর 'পাঠান' ছবির সিক্যুয়েল 'পাঠান ২'-এর জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এবার জানা গেছে, ছবির শুটিং হবে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলিতে। এ তথ্য সামনে এসেছে চিলির রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক ভারত সফরের সূত্র ধরে।

চার বছরের বিরতির পর 'পাঠান' ছবির মাধ্যমে বলিউডে ফিরেছিলেন শাহরুখ খান। সম্পূর্ণ অ্যাকশন-নির্ভর চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের তাক লাগিয়েছিলেন কিং খান। ছবিটি প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে বক্স অফিস কাঁপায় এবং ভেঙে দেয় 'বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন'-এর রেকর্ড।

সম্প্রতি ভারতে এসেছেন চিলির রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বোরিক ফন্ট। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি পৌঁছান মুম্বাই, যেখানে তিনি বলিউড নির্মাতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল, চিলিকে আন্তর্জাতিক সিনেমার শুটিং লোকেশন হিসেবে তুলে ধরা।

অভিনেতা ও প্রযোজক অংশুমান ঝা জানিয়েছেন, তিনি চিলির রাষ্ট্রপতি ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। তার প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে 'লকরভাগ্না ৩' ছবির চিলিতে শুটিং নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই সূত্রেই উঠে এসেছে 'পাঠান ২'-এর প্রসঙ্গ। অংশুমান বলেন, "২০২৬ সালেই চিলিতে 'পাঠান ২' ও 'লকরভাগ্না ৩'-এর শুটিং শুরু হবে বলে আশা করছি। রাষ্ট্রপতি চাইলেন ছবিগুলোর মাধ্যমে চিলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশ্বকে দেখানো হোক।"

'পাঠান' পরিচালনা করেছিলেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। ছবিতে দীপিকা পাড়ুকোন এবং জন আব্রাহামও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন। এটি ছিল যশরাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের অংশ, যেখানে অতিথি চরিত্রে সলমন খানকেও দেখা গিয়েছিল তার বিখ্যাত 'টাইগার' রূপে।

চিলির মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নতুন লোকেশন বলিউড স্পাই থ্রিলারে যে নতুন মাত্রা যোগ করবে, তা বলা বাহুল্য। আপাতত, ভক্তদের অপেক্ষা 'পাঠান ২'-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও মুক্তির দিন জানার।

যুদ্ধ নয়, অজ্ঞতাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেষ করবে : কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

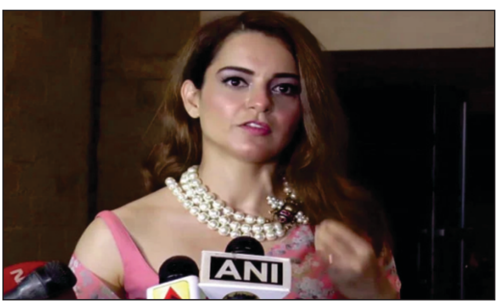

বরাবরই ঠোঁটকাটা বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। তিনি কাউকে কিছু বলার আগে দু'বার ভাবেন না। স্পষ্টভাষায় নিজের মতামত জানাতেই পছন্দ করেন এই তারকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এবার আগামী প্রজন্মের 'দুরবস্থা' নিয়ে সুর চড়ালেন তিনি।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও রি-পোস্ট করেছেন কঙ্গনা। তাতে দেখা গেছে, বেশ কয়েকজন কিশোরীর মাঝে দাঁড়িয়ে সঞ্চালিকা প্রশ্ন করছেন- আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতির নাম কী? একজন উত্তরে বলছে, 'আমি ভুল গেছি।' আবার আরেকজনের অবস্থা আরও ভয়ংকর। সে বলছে, 'এখন বোধহয় কোনও পুরুষ রাষ্ট্রপতি রয়েছেন।' আর এক কিশোরীর তো দ্রৌপদী মুর্মুর নাম বলতে গিয়ে যেন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। কিছুতেই সঠিক জবাব দিতে পারছে না সে। উত্তরে বলছে, 'মুরুনালি, আমি জানি না। মুরুনু বা এরকমই কিছু হবে।'

ওই ভিডিও দেখে রেগে একাকার কঙ্গনা। সোশ্যালে স্ক্রিনশট শেয়ার করে অভিনেত্রী লেখেন, 'যুদ্ধ নয়, অজ্ঞতাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে শেষ করবে।' কঙ্গনার এই মন্তব্য নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

বলিউড তারকারা কেন নীরব? জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউড তারকারা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নীরব কেন—সে প্রশ্ন তুলেছেন দেশটির প্রখ্যাত গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুললে ইডি বা সিবিআই হানা দেবে—এমন ভয় বলিউডে কাজ করে।'

জাভেদ আখতার প্রায়ই তার স্পষ্ট ও নির্ভীক ভাষণের জন্য আলোচনায় থাকেন। চলচ্চিত্র অঙ্গনের প্রথম সারির তারকাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের পাশাপাশি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনের সমালোচনাও তিনি নির্দ্বিধায় করে থাকেন।

সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কেন সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলে না?' জবাবে আখতার বলেন, 'বড় শিল্পপতিরা কি সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলেন? তারকারাও সেই পথে হাঁটেন।'

তিনি বলেন, 'একটি ইন্ডাস্ট্রিতে মতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বলিউডে সেটা নেই। সরকারকে প্রশ্ন করার সাহস অনেকের নেই, কারণ অনেকেই ভয় পান ইডি বা সিবিআই হানার।'

আখতার আরও বলেন, 'ওরা তো বিখ্যাত, কিন্তু ওদের আর্থিক অবস্থা খুব শক্তপোক্ত নয়। একজন মধ্যবিত্ত শিল্পপতি গোটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে কিনে নিতে পারেন। বড়লোকদের মধ্যে কয়জন সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খোলে?'

বলিউডের স্বাধীন মত প্রকাশ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হলিউড অভিনেত্রী মেরিল স্ট্রিপের প্রসঙ্গও টেনে আনেন জাভেদ আখতার। তিনি বলেন, 'মেরিল স্ট্রিপ আমেরিকায় সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন, তবু তার বাড়িতে আয়কর দপ্তরের হানা পড়েনি।'

তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'এই বিষয়ে তর্কে আমি যেতে চাই না। কিন্তু যদি কেউ সত্যিই এমন কিছু ভাবেন, তাহলে বুঝতে হবে, তার মনের মধ্যে ইডি বা সিবিআইয়ের ভয় বাসা বেঁধেছে। আর এই ভয়ের ফলেই অনেক কিছুর পর্দা উঠে যেতে পারে।'

আইপিএল

শেষ মুহূর্তে তিন বিদেশিকে দলে ভেড়াল মুম্বাই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আইপিএলের গ্রুপ পর্বে আর মাত্র দুটি ম্যাচ বাকি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের। প্লে-অফে ওঠার লড়াইয়ে এখনও অনিশ্চিত তাদের অবস্থান। ঠিক এমন সময়েই দলকে চাঙ্গা করতে শেষ মুহূর্তে তিন বিদেশি ক্রিকেটারকে দলে ভেড়াল মুম্বাই। নতুনভাবে দলে যোগ দিয়েছেন ইংল্যান্ডের জনি বেয়ারস্টো, শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালঙ্কা এবং ইংল্যান্ডের পেসার রিচার্ড গ্লিসন।

মুম্বাইয়ের বর্তমান অবস্থান চতুর্থ স্থানের লড়াইয়ে, যেখানে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ দিল্লি ক্যাপিটালস। প্লে-অফের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে মুম্বইয়ের বাকি দুই ম্যাচে জয় জরুরি। তবে দলটি বড় সমস্যায় পড়েছে বিদেশি

ক্রিকেটারদের পাওয়া নিয়ে। দলের তিন বিদেশি ক্রিকেটার- উইল জ্যাকস, করবিন বস এবং রিকেলটন জাতীয় দলের ব্যস্ত সূচির কারণে আইপিএলের শেষ পর্বে খেলতে পারছেন না। উইল জ্যাকস গ্রুপ পর্বের বাকি দুটি ম্যাচে থাকলেও ২৯ মে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ওয়ানডে সিরিজে খেলবেন বলে প্লে-অফে তার থাকা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, রিকেলটন ও করবিন বস ২৭ মে থেকে শুরু হওয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের স্কোয়াডে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে যুক্ত হবেন।

এই ঘাটতি পূরণেই দলে নেওয়া হয়েছে তিন নতুন মুখকে।

আইপিএলে অভিজ্ঞ হলেও শেষ দিকে ধারাবাহিকতা ছিল না জনি বেয়ারস্টোর। ২০১৯ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে শুরু করেন, এরপর ২০২২ ও ২০২৪ সালে ছিলেন পাঞ্জাব কিংসের সদস্য। আইপিএলে তার মোট ম্যাচ সংখ্যা ৫০, রান করেছেন ১৫৮৯, গড় ৩৪.৫৪।

শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালঙ্কা বর্তমানে দেশের টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। ইতিমধ্যেই ৫৮টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ব্যাট হাতে তার অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বগুণ মুম্বইয়ের মিডল অর্ডারে বড় ভরসা হতে পারে।

রিচার্ড গ্লিসন তুলনামূলক কম পরিচিত হলেও বিশেষজ্ঞ ডেথ ওভার বোলার হিসেবে তার কদর রয়েছে। ৩৭ বছর বয়সী এই ইংলিশ পেসার গত বছর চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে একটি ম্যাচ খেলেছিলেন।

হায়দরাবাদের কাছে হেরে প্লে-অফ থেকে ছিটকে গেল লখনৌ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আইপিএলের প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে পড়ল লখনৌ সুপার জায়ান্টস। সোমবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ৬ উইকেটে পরাজিত হওয়ার পর তাদের প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

এর আগে চেন্নাই সুপার কিংস, রাজস্থান রয়্যালস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সও প্লে-অফ থেকে ছিটকে যায়।

ইতোমধ্যে গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং পাঞ্জাব কিংস প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছে, তবে এখনো একটি জায়গার জন্য লড়াই চলছেই। সেই জায়গার জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে।

২১ মে (বুধবার) ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দিল্লি ও মুম্বাই মুখোমুখি হবে। মুম্বাই জিতলে তারা প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে দিল্লি জিতলে তাদের জন্য অপেক্ষা বাড়বে। যদি দিল্লি তাদের শেষ ম্যাচে জিতে, তবে তারা প্লে-অফে পৌঁছে যাবে। তবে দিল্লি যদি হারে, তবে তাদের প্লে-অফ নিশ্চিত করতে মুম্বাইকেও হারাতে হবে।

কলকাতায় হচ্ছে না আইপিএল ফাইনাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার কারণে বদলে গেল আইপিএল ২০২৫-এর প্লে-অফ ও ফাইনাল ম্যাচগুলোর ভেন্যু। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ইডেন গার্ডেনে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও, বৃষ্টির শঙ্কায় তা স্থানান্তর করা হয়েছে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে কোয়ালিফায়ার ২ ম্যাচটিও, যা নির্ধারিত ১ জুন।

মঙ্গলবার (২০ মে) একাধিক বৈঠকের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এ সিদ্ধান্ত জানায়।

কর্মকর্তারা জানান, বর্ষার আগমনের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে আকস্মিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যা ম্যাচগুলোকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এক কর্মকর্তার মন্তব্য, "যুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখন আবহাওয়া।"

প্রথমে কোয়ালিফায়ার ১ ও এলিমিনেটর ম্যাচের জন্য হায়দরাবাদ এবং ফাইনাল পর্বের জন্য কলকাতাকে ভেন্যু হিসেবে ঠিক করা হয়েছিল। গতবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ইডেনে ফাইনাল আয়োজনের দাবি তোলে

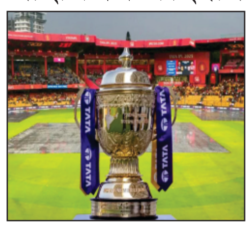

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। কিন্তু সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতের কারণে সেই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনা হয়।

নতুন সূচি অনুযায়ী, প্লে-অফের প্রথম দুটি ম্যাচ—২৯ ও ৩০ মে—অনুষ্ঠিত হবে মুল্লানপুর, নিউ চণ্ডীগড়ে। এছাড়া ২৩ মে'র রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচটি বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের পরিবর্তে হবে লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে।

বিসিসিআই জানিয়েছে, আগামী ১৫ দিনে আহমেদাবাদ ও নিউ চণ্ডীগড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। তাই প্লে-অফ ও ফাইনালের জন্য এই দুই ভেন্যুকে বেছে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ বিকল্প হিসেবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR